আমাদেরসময়

তারিখ ... 11 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

৪ সম্পাদকীয়

আমাদেরসময়
মঙ্গলবার ১১ আগস্ট ২০১৫
২৭ শ্রাবণ ১৪২২

পাসের হার কমাল ইংরেজি
উত্তরণ ঘটাতে হবে

প্রকাশিত হলো উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল। ফল প্রকাশের পর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছিল বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। তবে আট বছরের মধ্যে রেকর্ড বিপর্যয় ঘটেছে এবার। গত কয়েক বছর এই পরীক্ষার ফলে সাফল্যের সূচক ছিল ঊর্ধ্বমুখী। ওই ধারাবাহিকতায় এবার ছেদ পড়েছে। ৩৫ প্রতিষ্ঠানে পাস নেই। যশোর বোর্ডে অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছে—যা খুবই দুঃখজনক।

সাধারণ আট বোর্ডে পাসের হার ৬৫.৮৪ শতাংশ। মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের ফলের ওপর ভর দিয়ে গড় পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৬৯.৬০ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪২ হাজার ৮৯৪ জন। গত বছর এ পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৭৮.৩৩ শতাংশ। ৭০ হাজার ৬০২ শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছিল। মাদ্রাসায় পাসের হার ৯০ দশমিক ১৯। তবে এই বোর্ডে জিপিএ-৫ প্রাপ্তির হার অন্য বোর্ডের তুলনায় অনেক কম। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৫৮। আটটি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে ৮ হাজার ৩০৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১০ লাখ ৬১ হাজার ৬২৪ শিক্ষার্থী এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে পাস করেছে ৭ লাখ ৩৮ হাজার ৮৭২ জন। তবে একক বিষয় হিসেবে ইংরেজিতে সর্বাধিক ছাত্র অকৃতকার্য হয়েছে। ঢাকা ও যশোরে বেশিসংখ্যক ছাত্র ফেল করেছে ইংরেজিতে। যশোরে প্রায় ৪৯ শতাংশ ছাত্র ফেল করেছে এ বিষয়টিতে। এমন বিপর্যয় কারও কাম্য নয়। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণেই এবারের ফল বিপর্যয় ঘটেছে। অন্যদিকে শিক্ষাবিদরা বলছেন, উচ্চমাধ্যমিকের ফলের কয়েক বছরের ঊর্ধ্বমুখী সূচকের ধারাবাহিতায় ছেদ পড়ার জন্য শুধু রাজনৈতিক অস্থিরতাই কারণ নয়। সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি, সৃজনশীলে অদক্ষ শিক্ষক, পাবলিক পরীক্ষায় নতুন ধারায় প্রশ্নব্যবস্থাপনাকে ফল বিপর্যয়ের জন্য তারা দায়ী করেন। গত বছরও এইচএসসিতে কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হয়নি। কাঙ্ক্ষিত ফল কেন অর্জন করা যাচ্ছে না, সেদিকে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। এ ব্যাপারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর গাফিলতি আছে কি না, তাও মূল্যায়নের দাবি রাখে।

> ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য ফল উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকার— প্রতিটি পক্ষকেই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে

আমরা এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। যে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী এবার কৃতকার্য হতে পারেনি, তাদের বলব— এ ব্যর্থতা গায়ে না মাখাই ভালো। বরং ফল ভালো না হওয়ার কারণগুলো খতিয়ে দেখে ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের একটি বিষয় মনে রাখা উচিত, ভবিষ্যতের উপযোগী শিক্ষা নিশ্চিতের জন্য ফল উন্নয়নের সঙ্গে শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও সরকার— প্রতিটি পক্ষকেই সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে।